কবির শিকড় ও ডানা

রণজিৎ দাশ

কী কারণে একজন মানুষ ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার দিকে ঝোঁকে? এবং ঠিক কোন্ জীবন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে কবি হয়ে ওঠে? একজন বয়স্ক কবির আত্মবিশ্লেষণে এই দুটি প্রশ্নের উত্তর-সন্ধান খুব জরুরি। এবং এই দুটি প্রশ্নের উত্তর কবিতে কবিতে আলাদা হবে, বলাই বাহুল্য। বা, বড়জোর, কবিচরিত্রের কয়েকটি সাধারণ প্রবণতার ভিত্তিতে, দলগতভাবে আলাদা হবে, এই যা।

আমার নিজস্ব বিচারে, প্রথম প্রশ্নটির উত্তর হলো এই : একজন মানুষের কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস তার সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা এবং তার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। এই দুটি আকাঙ্ক্ষাই, আমার মতে, একজন মানুষের কবি হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূল প্রণোদনা। অনেকে ভাবতে পারেন যে, 'সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা' কথাটার আবার মানে কী? সৌন্দর্যের চেতনা বললেই তো হয়। দুঃখিত, হয় না। 'সৌন্দর্য চেতনা' এবং 'সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা'—এই কথা দুটির মধ্যে গভীর তফাৎ। সেই তফাৎটিই একজন অকবি-র সঙ্গে একজন কবির তফাৎ। সৌন্দর্যচেতনা সকল মানুষেরই আছে (কারণ তা মানবচৈতন্যের এক মৌলিক উপাদান), কিন্তু সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা সকল মানুষের নেই। এই আকাঙ্ক্ষা যার মনে দেখা দেয়, সে-ই শিল্পের জগতে প্রবেশের বিপজ্জনক ছাড়পত্র পায়। সাধারণভাবে একে 'সৌন্দর্যতৃষ্ণা' বলা হয়, কিন্তু আমি সচেতনভাবেই 'তৃষ্ণা'-র বদলে 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করছি। কারণ 'তৃষ্ণা' শারীরিক শব্দ, কিন্তু 'আকাঙ্ক্ষা' সম্পূর্ণভাবে মানসিক শব্দ।

শরীরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। একমাত্র মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। আকাঙ্ক্ষা শব্দটির মধ্যে মানুষের সচেতন ইচ্ছাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং দূরদৃষ্টি আছে, যা তৃষ্ণা শব্দটির মধ্যে নেই। সৌন্দর্য সৃষ্টির এই সৃজনশীল আকাঙ্ক্ষাকেই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম-প্রজ্ঞা', যা কবিত্বের মূল শক্তি ও বৈশিষ্ট্য। এত কথার পরেও কেউ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করতে পারেন—আপনার 'সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা' কথাটার সঠিক মানে কী, সেটা খুলে বলুন। এই প্রশ্ন সঙ্গত। আমার উত্তর এই যে, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা কোনো passive pleasure নয়, এই আকাঙ্ক্ষা একটা creative intent। 'সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা' মানে শুধু সৌন্দর্য দর্শন বা উপভোগের আকাঙ্ক্ষা নয়, তা হলো সৌন্দর্য আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা। দৃশ্যের ভিতরে অদৃশ্যকে দেখার আকাঙ্ক্ষা।

একজন কবির এই সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার ভিতরে মানুষের রূপতৃষ্ণা এবং জীবনতৃষ্ণা প্রবলভাবে উপস্থিত; কিন্তু সেই তৃষ্ণাদ্বয় কবির কর্মশালার জানালায় উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ—কবিরই নির্দেশে!

অন্য কথায়, সাধারণ মানুষ সৌন্দর্য দর্শন করে, আর কবি সৌন্দর্যের দর্শনকে পর্যবেক্ষণ করে। এবং সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফল তার কবিতায় লিপিবদ্ধ করে। সে কারণে, কাব্যের ভিতরে প্রায়শই বেজে ওঠে intimation of immortality; প্রায়শই দেখা যায় কুসুমে

কুসুমে চরণচিহ্নের আলপনা। অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা ইন্দ্রিয়নির্ভর হলেও তা শুরু থেকেই বিমূর্ত, মননশীল, এবং ভিশনারি। নান্দনিক অনুভূতিকে দার্শনিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করাই কবির আসল কাজ। এবং এই কাজ শুধুমাত্র interpretation of beauty নয়, এই কাজ একই সঙ্গে addition to beauty। কবি শুধু জগতের সৌন্দর্যের স্বরূপ-নির্ণয়ই করেন না, তিনি তাঁর কবিতার দ্বারা জগতের সৌন্দর্য ভাণ্ডারের বৃদ্ধিও ঘটান। সব মিলিয়ে, এই হলো একজন কবির সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা যতদিন কবির মনে জাগ্রত থাকে, ততদিন সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণে এই বিশ্বপ্রকৃতি তার প্রধান দোসর। প্রকৃতি ও কবির মধ্যে সে আরেক সুগভীর মিষ্টিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বমধুর কাহিনী! সেই কাহিনী আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। এ কথাটি এখানে বললাম শুধুমাত্র কোলরিজ-এর এই বিশেষ জরুরী কথাটি স্মরণ করার জন্য, যে, শিল্প হলো 'coalescence of mind and nature'।

বাকি রইলো 'প্রেমের আকাঙ্ক্ষা'-র কথা। আশা করি অতি কঠোর পাঠকও আমার কাছে এই কথাটির কিছুমাত্র ব্যাখ্যা চাইবেন না! কারণ এই আকাঙ্ক্ষা জগতে সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট। তবু, আমার মতো যাঁদের তত্ত্বালোচনায় প্রতি পদে সংজ্ঞা না পেলে মন ভরে না, তাঁদের জন্য তুলে দিই প্রেম-বিষয়ে অম্লান দত্ত-র এই অপূর্ব সংজ্ঞাটি : 'মানুষ ভালোবাসা চায়, ভালোবাসতে চায়। এই যে একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা, এইটাই শুদ্ধ চৈতন্যের স্বভাব, এর জন্য অন্য কারণের দরকার হয় না।' এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা—তার অপরিমেয় শক্তিতে ও বৈচিত্র্যে—শিল্পসৃষ্টির এক প্রধান প্রেরণা। বহুশ্রুত এই সত্যটি পুনরায় এখানে বলতেই হয়।

সুতরাং, এই সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা-র মাটিতেই প্রোথিত কবির শিকড়, এবং এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষার আকাশেই উড্ডীন তার ডানা।

এবারে বাকি রইলো আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি : কোন্ জীবন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ ধীরে ধীরে কবি হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নের উত্তরও হবে বহু রকম, বলাই বাহুল্য। আমি একটি উত্তরের বেশি আন্দাজ পাই, সেটাই বলছি। পৃথিবীতে সকল প্রাণীর আগে যেমন ভূমিকম্পের আভাস পায় ঘাসফড়িং-এরা, তেমনই পৃথিবীতে সকলের আগে বেদনার আভাস পায় কবিরা। কারণ এই বেদনার সিজ্‌মিক (Seismic) কম্পনেই তার কলম চলে, তার কবিতার লাইন উৎকীর্ণ হয় কাগজে। কবিতা হলো হৃদয়বেদনার সিজ্‌মিক লেখচিত্র। কাজেই একজন নবীন কবির জীবন-প্রক্রিয়া হবে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর মৃদুতম বেদনার কম্পন বা আঘাতকে হৃদয়ে অনুভব করার ক্ষমতা-অর্জনের প্রক্রিয়া। কবির জীবন হবে বেদনার ঘাসফড়িং হয়ে-ওঠার নিরন্তর প্রয়াস।